বাণী

[শিশুনাটিকা]

মেয়েদের জন্য

স্বপন বুড়ো

(অখিল নিয়োগী)

প্রণীত

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট্ লিমিটেড্
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

এপ্রিল—
১৯৩৭

ছেপেছেন—
এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

পরিচয়—

সরস্বতী
লক্ষ্মী
লক্ষ্মী-প্যাঁচা
হংসরাজ
রাজকন্যা
রাজরাণী
সখীর দল
রাজপুত্রগণ
কালিদাস

বাণী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[অলকাপুরীর একটি পথ। পথের একদিক দিয়া আসিতেছিল লক্ষ্মীর বাহন লক্ষ্মী-পেচক—হাতে তার লক্ষ্মীর ঝাঁপি—অন্য দিক দিয়া আসিতেছিল—সরস্বতীর বাহন হংসরাজ—হাতে তার বীণা। দুইজনেরই গতি দ্রুত—তাই পথের মাঝখানে উভয়ের সঙ্ঘাত হইল। ফলে—লক্ষ্মী-পেচকের ঝাঁপি এবং হংসরাজের বীণা মাটিতে নিক্ষিপ্ত হইল—এবং তাহারা নিজেরাও মাটিতে লুটাইতে লাগিল]

লক্ষ্মী-পেচক। কে তুই? তোর কি প্রাণের ভয় নেই?

হংসরাজ। তুই-ই-বা কে? প্রাণের মায়া তুইও কি ছেড়ে দিয়েছিস্?

লক্ষ্মী-পেচক। আগে বল্ কে তুই!

হংসরাজ। আচ্ছা তবে শোন্! কিন্তু শুনেই একেবারে হুমড়ী খেয়ে পড়বি! আমি হচ্ছি—সরস্বতীর বাহন হংসরাজ!

লক্ষ্মী-পেচক। বটে! আর আমি কে শুন্‌বি?

হংসরাজ। অত ভণিতা রেখে বলেই ফেল্‌না—

লক্ষ্মী-পেচক। মা-লক্ষ্মীর নাম শুনেছিস্—?—আমি তাঁরই বাহন স্বয়ং লক্ষ্মী-পেচক।

হংসরাজ। তা পেচক না হলে কি আর অমন বুদ্ধি হয়?

লক্ষ্মী-পেচক। কেন—কেন—বুদ্ধিটা এমন কি গোলমেলে দেখলি?

হংসরাজ। গোলমেলে নয়?—আমি স্বয়ং হংসরাজ—নিয়ে যাচ্ছি সরস্বতীর বীণা…এই বীণা হাতে যাবে—তবে মা সরস্বতী তাঁর নতুন গানে সুর দেবেন! আর তুই কিনা—সেই বীণা ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে ভেঙে ফেললি! প্যাঁচার বুদ্ধি আর কাকে বলে!

লক্ষ্মী-পেচক। হুঁ! আর নিজের বুদ্ধিটা কেমন শুনি? মা লক্ষ্মীর ঝাঁপি বয়ে নিয়ে যাচ্ছি, আমি স্বয়ং লক্ষ্মী-পেচক,—এই ঝাঁপি হাতে থাকবে, তবেই না তিনি ত্রিভুবনের লোককে আহার যোগাবেন—আর তুই কিনা কোথাকার কোন্ পাতিহাঁস—সেই লক্ষ্মীর ঝাঁপি ধাক্কা দিয়ে দিলি মাটিতে ফেলে! দুর্ব্বুদ্ধি আর কাকে বলে!

হংসরাজের গান

আমার পালকে মা সরস্বতী শত শত লেখে শ্লোক

তাই পড়ে পড়ে লেখাপড়া শিখে পৃথিবীর যত লোক—

লক্ষ্মী-পেচকের গান

দূরে রেখে দে না শ্লোকের বাহার
লক্ষ্মী জোটান সবার আহার—

হংসরাজের গান

বটে রে পেচক, তোর জ্ঞাতি ভাই সকলে মূর্খ হোক— !

লক্ষ্মী-পেচক। লক্ষ্মী মাতাই সবার উপরে কহিছে সকল লোক।

হংসরাজ। সরস্বতীই সবার উপরে কহিছে সকল লোক।

লক্ষ্মী-পেচক। দেখ্ পাতিহাঁস—

হংসরাজ। হা—হা—হা—মূর্খ হলে লোকের এই দুর্গতিই হয়। হংস কথাটাই তোর মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে না। আমার নাম হংসরাজ বুঝ্‌লি ?

লক্ষ্মী-পেচক। কী—আমায় তুই মূর্খ বলিস্ ?

হংসরাজ। মূর্খের মত কথা কইলে—মূর্খ বলব না ত বলব কি সর্ব্ব-বিদ্যা বিশারদ ?

লক্ষ্মী-পেচক। দেখ্, আমার কিন্তু রাগ হচ্ছে। রাগ হলেই আমি চটে যাই; আর চটে গেলে আমার একটুকু জ্ঞান থাকে না…

হংসরাজ। বটে—বটে—বটে ! তা' জ্ঞান তোর কোন্ কালেই বা ছিল শুনি ? অজ্ঞানদের আবার জ্ঞান— !

লক্ষ্মী-পেচক। দেখ্, ফের যদি আমাকে ঐ রকম করে অজ্ঞান আর মুর্খ বল্‌বি তবে আমি সত্যিই কিন্তু কেঁদে ফেল্‌বো। ঐ যে আমার মা লক্ষ্মী আস্‌ছেন—দিচ্ছি তাঁকে সব কথা বলে—

[লক্ষ্মীর প্রবেশ]

লক্ষ্মী-পেচক। দেখ মা লক্ষ্মী, আমি তোমার লক্ষ্মীর ঝাঁপি নিয়ে—

লক্ষ্মী। কি করছিলি এতক্ষণ আমার ঝাঁপি নিয়ে ? ত্রিভুবনের লোক—অনাহারে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে—

লক্ষ্মী-পেচক। সেই কথাই ত' বল্‌তে যাচ্ছিলুম মা,—তোমার ঐ ঝাঁপি নিয়ে আমি হন্ হন্ করে আস্‌ছি—আর এই পাতিহাঁসটা রাস্তার মাঝখানে—এমন করে এসে ধাক্কা মারলে—

হংসরাজ। বটে! আমি ধাক্কা মারলুম—না তুই এসে আমার গায়ের ওপর পড়লি ?

লক্ষ্মী। কে তুই ?

[সরস্বতীর প্রবেশ]

সরস্বতী। ও কে, সে পরিচয় দেবো আমি।

লক্ষ্মী। সরস্বতী যে! ও তা' হলে তোমারই বাহন! নইলে ত্রিভুবনে এমন আস্পর্দ্ধা আর কার হ'বে যে আমার ঝাঁপি মাটিতে ফেলে দেয়—

সরস্বতী। সঙ্গীতে শ্রেষ্ঠ স্বর—বীণার তারে ফুটিয়ে তুল্‌বো বলে সেই কখন থেকে বসে আছি—কি হয়েছিল তোর হংসরাজ?

হংসরাজ। আমি খুব ছুটেই আস্‌ছিলুম মা—তোমার বীণা নিয়ে কিন্তু পথের মাঝে ঐ প্যাঁচাটা হুড়মুড় করে আমার ঘাড়ে এসে পড়ল।

সরস্বতী। [ভাঙা বীণাটাকে মাটি হইতে তুলিয়া] সঙ্গীতের এমন করে যে অপমান করে, আমি তাকে শাস্তি দেবো—

লক্ষ্মী। একটু ভেবে চিন্তে কথা বোলো সরস্বতী, সম্মুখে আমি তোমার বড় বোন—আর আমারই আদেশে আমারই বাহন আস্‌ছিল আমার ঝাঁপি নিয়ে—যাতে বিশ্বের ক্ষুধা দূর হয় ...আমি তোমায় আদেশ কচ্ছি—

সরস্বতী। আদেশ? আমায়? কিন্তু তার আগে জানা উচিত কে বড় কে ছোট!

লক্ষ্মী। তুই আমায় হাসালি সরস্বতী। বেশ তবে পরীক্ষাই হোক—অত দম্ভ তোর ভাল নয়—

সরস্বতী। পরীক্ষা আমিও দিতে প্রস্তুত। বিশ্বের লোক জানুক—

লক্ষ্মী। হ্যাঁ, বিশ্বের লোক জানুক—ঐশ্বর্য্যের দ্বারে বিদ্যা—দীন ভিক্ষুক।

সরস্বতী। শুনতে চাইনে তোমার দম্ভ—বল কোথায় পরীক্ষা দিতে হবে—

লক্ষ্মী। চল মর্ত্ত্যে। সেখানে ছদ্মবেশে আমাদের মানুষের সঙ্গে বাস করতে হবে—! আর সেইখানেই আমরা প্রমাণ করবো—ঐশ্বর্য্য বড়, কি বিদ্যা বড়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[রাজকন্যা রত্নার মহল। রাজকন্যার দুই সখী—চতুরিকা আর নিপুণিকা গলাগলি ধরিয়া হাসিতে-হাসিতে প্রবেশ করিল]

চতুরিকা। শুনেছিস্ সই?—হা—হা হি—হি হো—হো—

নিপুণিকা। তুই যে হেসেই গড়িয়ে পড়লি? কি শুনব?

চতুরিকা। ও! তবে এখনো কথাটা তোর কাণে পৌঁছয়নি?

নিপুণিকা। কি কথা তা না জানতে পারলে কি করে বল্‌ব—কাণে পৌঁছেচে কি না!

[আরো তিনটি সখী—মালবিকা, বাসন্তিকা ও হেমন্তিকার প্রবেশ]

চতুরিকা। ওরে—মালবিকা, বাসন্তিকা—হেমন্তিকা—তোরা শুনেছিস্?

সবাই। কি রে কি?

চতুরিকা। সখীর পণের কথা?

মালবিকা, বাসন্তিকা, হেমন্তিকা। শুনেছি বৈকি! আর সেই কথা শুনেই ত ছুটতে ছুটতে আস্‌ছি।

নিপুণিকা। তোরা সবাই শুন্‌লি আর আমি শুন্‌লাম না ?

চতুরিকা। শুন্‌বি বৈকি ! তোর মনে আর দুঃখু থাকে কেন—তবে শোন্—

চতুরিকার গান

সখী না জানি কি দেখেছে স্বপন—
অরুণের কাছে অঞ্জলি পাতি প্রভাতে করেছে পণ
হরিণ-নয়না সে নব বালিকা
কারো গলে নাকি দেবে না মালিকা
আজি ভোরে উঠে তপনের কাছে সখী করিয়াছে পণ !
না জানি কি দেখেছে স্বপন !
গানে গানে তার মন-শতদল—কে বল খুলিতে পারে ?
চরণ-ছন্দে···মধুর বচনে কে বল জিনিবে তারে ?
নাহি কি গো সেই রাজার কুমার···
সোনার কাঠিতে ঘুম ভাঙে তার—?
যার কাছে তার হবে পরাজয় নাই কি এমন জন—
আজি ভোরে উঠে অঞ্জলি পাতি সখী করিয়াছে পণ !
না জানি কি দেখেছে স্বপন !

নিপুণিকা। পণ করেছে—কারো গলায় ও মালা দেবে না ?

বাসন্তিকা। দেবে শুধু তারই গলায়—যে ওকে—নাচে, গানে কিংবা তর্কে পরাজিত করতে পারবে !

নিপুণিকা। বলিস্ কি ? এমন পণও মেয়েরা করে ?

[রাজকন্যা রত্নার প্রবেশ]

রত্না। কেন করবে না শুনি? ভারতের মেয়ে কি এই প্রথম পণ করল সখি? তোরা সীতার কথা শুনিস্ নি? পণ ছিল, যে হরধনু ভঙ্গ করবে—তারি গলায় সে দেবে মালা। দ্রৌপদী? তাঁর ছিল লক্ষ্যভেদ পণ। সাবিত্রী হয়েছিল স্বয়ম্বরা—দময়ন্তী—কে নয় শুনি?

হেমন্তিকা। কিন্তু যাই বল সখি—মেয়েদের এত গর্ব্ব ভালো নয়।

রত্না। কেন গর্ব্ব করবো না বল ত'? রূপ? রোজ দর্পণে আমি মুখ দেখি। জানিস্—সভা-কবি আমার নাম রেখেছে—"কুচ-বরণ কন্যা—তার মেঘ-বরণ চুল"। ঐশ্বর্য্য? আমার বাবার মতো এমন বিশাল রাজ্য—এই অগাধ ধন-সম্পত্তি আর কার আছে বল ত'?

বাসন্তিকা। তা' যা বলেছিস্ সই। শুধু কি রূপ আর ঐশ্বর্য্য? নৃত্যে—সঙ্গীতে—বিদ্যায়—বুদ্ধিতে—সত্যি ভাই তোকে পরাজয় করবে—এমন মানুষ ভূ-ভারতে আছে কিনা সন্দেহ!

রত্না। কাজেই পণ করে আমি কিছু অন্যায় করিনি! কি বলিস্ সই?—আমি দেখ্তে চাই—জগতে নারী শ্রেষ্ঠ কি নর শ্রেষ্ঠ! আর দেখ্বি আমি প্রমাণ করব নারীর কাছে—নরের বিদ্যাবত্তা—তার শিল্পানুরাগ—তার ঐশ্বর্য্যপ্রীতি—কত তুচ্ছ!

নিপুণিকা। কিন্তু যদি কোনো বিদ্যাদিগ্‌গজ পণ্ডিত তোর সঙ্গে তর্ক করতে চায় ?

মালবিকা। কিংবা কোনো সঙ্গীত-নিপুণ নর তোকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করে ?

বাসন্তিকা। অথবা কোনো নৃত্য-কুশলী নর্ত্তক—নৃত্যে তোকে পরাজিত করে ?

রত্না। পরাজিত করবে আমাকে ? এইবার তোরা আমাকে হাসালি সই ! নে এখন কথা রাখ—বাসন্তিকা,—বসন্ত-আবাহনের সেই নূতন নৃত্য-গীত-মুখর গানটা—যা তোদের শিখিয়েছিলাম—একবার আমাকে শোনাতে পারিস্ ?

বাসন্তিকা। তা আর পারব না কেন সই ?

সখীদের গান

মলয়ানিলের অদেখা সে রথে চড়ি—
মধুমাস এল ধরণীতে—
চাঁদ-গলা জলে দোলা লাগে তাই—সখি
ঠাঁই নাই মোর তরণীতে !
যত মালা গাঁথি কাননের ফুল না ফুরায়
যত কথা বলি আননের হাসি নাহি যায়
আকাশের নীল সাগর-নীলিমা সনে
কান-কথা কয় ভীত চিতে

পুষ্প-ধনু সে এসেছে ধরায় নামি
তাই ত' পরাণে কলরোল
না-শোনা বাঁশরী পরাণে বাজিয়া চলে
এলো মধুবনে ফুলদোল !
যত বাঁশী বাজে মনে হয় শুনি দিনমান
যত গান গাহি মনে জাগে ফুরায়নি গান
তাই মধুমাসে পরাণে বরিয়া লই—
জয় গান উঠে চারিভিতে !

রত্না। চমৎকার—চমৎকার শিখেছিস্ তোরা—! আমি বল্‌তে পারি—বসন্ত-আবাহনের এমন সুন্দর কবিতা আমার মত ইতিপূর্ব্বে আর কেউ রচনা করেনি—

[ছদ্মবেশী সরস্বতীর প্রবেশ]

বাণী। কিন্তু এর চাইতেও মধুর গান আমি গাইতে পারি রাজকুমারী—

রত্না। কে তুমি ?

বাণী। আমার নাম বাণী—গান গেয়ে গেয়ে আমি পথ চলি—

বাসন্তিকা। তোমার সাহস ত' কম নয়! জান ও গান কে রচনা করেছে ?

বাণী। না বলে দিলে তা' কি করে জান্‌ব বল ?

চতুরিকা। তুমি ঠিক বলছ—এর চাইতে ভালো গান তুমি গাইতে পারবে ?

বাণী। না-ই যদি পারবো, তবে বল্‌ছি কেন ?

রত্না। শোনো বাণী, গান আমি তোমার শুন্‌বো—কিন্তু যদি এ গানের চাইতে ভালো না গাইতে পারো, তবে কি শাস্তি তুমি নেবে ?

বাণী। তা' তুমি হ'লে রাজকুমারী—সাজা দেবার মালিক হ'লে তুমি ;—কি শাস্তি নিতে হবে—সেটা তুমিই ঠিক করে দাও—

রত্না। হ্যাঁ, আমি ঠিক করে দিচ্ছি। যদি গান গেয়ে আমাকে মুগ্ধ করতে পার আমি তোমাকে আমার সহচরী করে রাখ্‌বো।

বাণী। আর যদি তা' না পারি রাজকুমারী ?

রত্না। তবে আজীবন তোমায় কারাগারে বন্দী হয়ে থাক্‌তে হবে ! রাজী ?

বাণী। রাজী আমি প্রথম থেকেই হ'য়ে আছি—রাজকুমারী, এখন তুমি রাজী হলেই আমি বাঁচি !

রত্না। বেশ ! তবে শোনাও তোমার গান—

বাণী। [কৌতুকের সুরে] দেখো, গান শেষ হ'বার আগেই আবার আমাকে কারাগারে বন্দী করে রেখোনা—

রত্না। তা কেন রাখ্‌বো ?

বাণী। তা তোমরা রাজকন্যা—তোমরা সব পারো।

সখীরা। তুমি বড় বেশী কথা কও বাপু।

বাণী। ঠিক ধরে ফেলেছ ত! আমার ঐ একটি মাত্র রোগ। ঐ কথা—আর বাক্যি—বাক্যি আর কথা—এই নিয়েই আমার জীবন। পাড়া-প্রতিবেশীরা বলে—আমি নাকি এই বেশী কথা কওয়ার জন্যেই মারা যাবো—

বাসন্তিকা। সে বাপু পরের কথা পরে···এখন ত' গান শোনাও—

বাণীর গান

কাননে একটি ফুল
আকাশে একটি তারা···
তারা ও ফুলের সুরে
বাজে মোর একতারা!
সাঁঝের মৃদু প্রদীপ
কপালে সিঁদুর টিপ···
তারি প্রণতিতে হারা
বাজে মোর একতারা!
সাগরের পানে নদী
ছুটে চলে দিশেহারা।
সাগর ও নদীর সুরে
বাজে মোর একতারা!
অলকার কোন গান—
মরতে জাগালো প্রাণ
গানে প্রাণে ভগবান
বাজে মোর একতারা!

রত্না। [আসন হইতে উঠিয়া]. বাণী—বাণী, তোমার কণ্ঠে সুর ললনার মধুরিমা—সঙ্গীত-ধারায় সুধার উৎস—আমি মুগ্ধ হয়েছি। বল কে তুমি? তুমি ত' শুধু পথের মেয়ে নও!

বাণী। আমি পথেরই মেয়ে—পথ আমায় ডাক দিয়েছে তাই আমি চলি—

রত্না। আমি তোমায় আমার সহচরী করে আমার প্রতিজ্ঞা পালন করবো। নাও এই পুরস্কার, আমার কণ্ঠের মরকত মণি। সমগ্র ভারতে এর চাইতে মূল্যবান্ মণি আর নেই!

[ছদ্মবেশে লক্ষ্মীর প্রবেশ।

কমলা। এর চাইতেও মূল্যবান্ মণি আমি তোমায় দিতে পারি, রাজকুমারী!

রত্না। কে তুমি, কি চাও?

কমলা। চাইনে আমি কিছুই—আমি শুধু দু'হাত উজাড় করে দিতে ভালোবাসি—

রত্না। তোমার নাম কি?

কমলা। আমার নাম—আমার নাম—কমলা।

রত্না। কত তুমি দিতে পারো?

কমলা। যত তুমি চাও—মণি-মাণিক্য, হীরে, জহরৎ—বিশাল সাম্রাজ্য,—অফুরন্ত ভাণ্ডার—

রত্না। আমি চাই—আমি চাই,—ঐশ্বর্য্য আমি যত পাই তত আমার তৃষ্ণা বেড়ে যায়—কিন্তু তুমি এত দেবে কি করে? কি তোমার ক্ষমতা? তুমি কি কোনো স্বর্গের দেবী?

কমলা। না—না, আমি কেন স্বর্গের দেবী হ'ব?

রত্না। তবে তুমি এত ঐশ্বর্য্য এত বিভব কোথায় পাবে?

কমলা। আমি একবার এক গন্ধর্ব্বকে বিপদ্ থেকে বাঁচাই। তিনিই আমাকে দয়া করে বর দিয়েছিলেন—যখন আমি যা' চাইব পাবো—কিন্তু—

রত্না। কিন্তু— ?

কমলা কিন্তু নিজে তার কিছুই ভোগ করতে পারবো না!

রত্না। তোমার ঘর কোথায়?

কমলা। ঘর আমার নেই, আমি পথে পথে সকলকে কত জিনিষ বিলিয়ে বেড়াচ্ছি—কিন্তু নিজে তার এতটুকু ভোগ করতে পারিনে!

রত্না। [বিষম আগ্রহে] তুমি আমার এখানেই থাকো—তোমার নিজের কোনো অভাব হবে না—আমি তোমায় আমার সহচরী করে নেবো। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে তুমি আমায় দেবে—রাশি রাশি সোনার তাল—হীরের গহনা, স্বর্ণ-পরিচ্ছদ, মুক্তোর মালা—যখন যা চাইব! আর তুমি বাণী,—তুমি আমায় শোনাবে তোমার মধু-

কণ্ঠের সুমধুর গান। ওরে তোরা সবাই আয়,—আমার এই নতুন দুই সহচরীকে গানে-গানে বরণ করে নে—

সখীদের গান

আজিকে মোদের মধু-মিলন রাতি
বরণ-ডালায় জ্বালা উজল বাতি!
ছড়া পথে পথে কানন কুসুম…
আজিকে নয়নে নাহি আসে ঘুম
জীবনে মিলিল দুটি নবীন সাথী।
(তারে) বাঁধিয়া প্রীতির ডোরে বসা না পাশে
(হোক্) মনে-মনে জানাজানি ফুল সুবাসে!
অঞ্জনে সাজা তার কাজল-আঁখি
কপালে দেনা ফুল-রেণুকা মাখি
এ নব মাধবী-রাতে থাক্ না মাতি!

———

তৃতীয় দৃশ্য

[প্রান্তর। সম্মুখে এক বটবৃক্ষ। শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া একদল রাজপুত্র আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহাদের সঙ্গে তীর-ধনু ইত্যাদি]

অবন্তীর রাজপুত্র। শিকার করতে বেরিয়ে এমন বিফলমনোরথ জীবনে হইনি—

কাঞ্চী-রাজপুত্র। তা যা বলেছ ভাই অবন্তী-রাজকুমার,— সমস্তটা দিন একেবারে বৃথায় গেল—

কোশল-রাজপুত্র। আমি ভাবছি, এখন বাড়ী ফিরে বাবাকে কি বল্‌ব!

কাশী-রাজপুত্র। কেন—কেন—শিকারের সঙ্গে তোর বাবার কি সম্পর্ক?

কোঃ রাজপুত্র। আরে আমি যে বাবার কাছে দম্ভ করে বলে এসেছিলাম আজ একটা বন্যজন্তু শিকার করে নিয়ে যাবোই যাবো! এখন তাঁকে গিয়ে কি দেখাই বল্‌ত?

কাশী-রাজপুত্র। কেন তীর আর ধনু! বল্‌বি এগুলো অক্ষতই আছে।

অঃ রাজপুত্র। আমি একটা বন্য বরাহ পেয়েছিলাম। বনের ভেতর দিয়ে প্রাণপণে তার পেছনে ছুটলাম—

কাঃ রাজপুত্র। তারপর?

অঃ রাজপুত্র। তারপর কোথা দিয়ে যে নিমেষের মধ্যে পালালো দেখ্‌তেই পেলুম না!

কোঃ রাজপুত্র। বনের জানোয়ারগুলো ভয় পেয়েছে—

অঃ রাজপুত্র। তা' আর ভয় পাবে না? কাশীর রাজকুমার, কোশলের রাজকুমার, কাঞ্চীর রাজকুমার,—এঁরা সব দল বেঁধে এসেছেন—মৃগয়া করতে। জন্তু-জানোয়ারদের একটা ঘাড়ে ক'টা মাথা যে তবু এই বনে ঘুরে বেড়াবে?

কাঃ রাজপুত্র। কিন্তু নামের তালিকা থেকে—অবন্তী রাজকুমারের নামটা বাদ গেল কেন?

অঃ রাজপুত্র। কি জানো ? যদি তোমরা সত্যিই শিকার করতে পারতে, আমার নামটা বসিয়ে দিতুম সকলের আগে। কিন্তু শুধু হাতে যখন ফিরতে হচ্ছে—এ দলের ভেতর তখন আমি নেই—।

কোঃ রাজপুত্র। বটে !

অঃ রাজপুত্র। তা নয় ত' কি—আমি হচ্ছি আসল বীর—

কোঃ রাজপুত্র। আর আমরা সবাই—

অঃ রাজপুত্র। কাপুরুষ—কাপুরুষ !

[দূরে দামামা-ধ্বনি শোনা গেল]

কাশী-রাজপুত্র। ওরে—ওরে চুপ্—চুপ্—দামামা-ধ্বনি শোনা যাচ্ছে—

অঃ রাজপুত্র। দেখো,—আরো কোন্ কোন্ রাজপুত্র শিকারে বেরিয়েছে—

কাশী-রাজপুত্র। রাজপুত্র নয় রে—ছুটি মেয়ে কি ঘোষণা করতে করতে এই দিকে আস্ছে—

কোঃ রাজপুত্র। অ্যাঁ! বলিস্ কি ? কি ঘোষণা কচ্ছে তারা—?

[দামামা-ধ্বনি ও ঘোষণা করিতে করিতে রাজকুমারী রত্নার দুই প্রহরিণীর প্রবেশ]

প্রহরিণী। মোহনপুরের রাজকুমারী রত্না ঘোষণা কচ্ছেন,—যে রাজপুত্র তাঁ'কে নৃত্যে গীতে তর্কে কিংবা বুদ্ধিতে পরাজিত করতে পারবেন—তিনি তাঁরই গলায় বরমাল্য দান করবেন।

পরাজিত রাজপুত্রকে—আজীবন কারাবাস বরণ করে নিতে হ'বে।

[দামামা-ধ্বনি]

অঃ রাঃ। রাজকন্যার এত গর্ব্ব ?

কাশী রাঃ। না—নারীর এই স্পর্দ্ধা একেবারে অসহ্য।

কোঃ রাঃ। [প্রহরিণীকে] এই শোনো—শোনো—

প্রহরিণী। বলুন—

কোঃ রাঃ। তোমাদের রাজকুমারীর নাম রত্না ?

প্রহরিণী। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কাশী রাঃ। কোন্ দেশের রাজকুমারী বলত ?

প্রহরিণী। শিপ্রা নদীর তীরে—মোহনপুর রাজ্য—! আপনারা কেমন রাজপুত্তুর—মোহনপুরের নাম শোনেন নি ?

কাশী রাঃ। বটে! বটে! মোহনপুরের সবাই-এর কি যুদ্ধংদেহি ভাব ?

অঃ রাঃ। এই শোনো প্রহরিণী,—

প্রহরিণী। বলুন।

অঃ রাঃ। তোমাদের রাজকন্যা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে ?

প্রহরিণী। সে সেখানে গেলেই জান্‌তে পারবেন!

কাশী রাঃ। আমার মতো—কবিতা লিখতে পারবে তোমাদের রাজকন্যা ?

কোঃ রাঃ। নাচ জানে তোমাদের রাজকন্যা ? নাচে আমাকে হারাতে পারবে ?

কাঞ্চী রাঃ। কিন্তু গানের কথা ত' এখনো বলিনি··· ! আমি যদি দীপক গাইতে সুরু করি, অম্‌নি আগুন জ্বলে উঠ্‌বে। পারবে তোমাদের রাজকন্যা আমার সঙ্গে গানে ?

প্রহরিণী। দেখুন সব রজপুত্তুররা—এ সব কথা আমাকে না বলে—আমাদের রাজকন্যার কাছে গিয়ে বলুন—হয় অর্দ্ধেক রাজত্ব মিল্‌বে—

সকলে। মিল্‌বে—মিল্‌বে ?

প্রহরিণী। আর তা' যদি না-ই মেলে ত' কারাবাস !

কাঃ রাজপুত্র। শুন্‌লে, তোমরা শুন্‌লে ? প্রহরিণীর কথা শুন্‌লে ?

কোঃ রাজপুত্র। না, আমরা এ অপমান কিছুতেই সইব না—

সকলে। না—না—কিছুতেই না—কিছুতেই না—

প্রহরিণী। না সইতে পারেন—যান আমাদের মোহনপুর রাজ্যে—

[দামামা-ধ্বনি করিতে করিতে প্রস্থান]

সকলে। চল হে—চল—শিকার থাক্ ! চল ভাই সব মোহনপুর—

[কোলাহল করিয়া অগ্রসর হইল।]

———

চতুর্থ দৃশ্য

[রাজকন্যা রত্নার মহল। রাজকন্যা পালঙ্কে অর্দ্ধ-শায়িতা। সখীরা কেহ ধূপের ধোঁয়ায় তাঁহার চুল বাঁধিয়া দিতেছে—কেহ মালা গাঁথিতেছে—কেহ পদ্মপত্র আনিয়া রাজকুমারীর সম্মুখে ধরিয়াছে—রাজকুমারী তাহাতে কবিতা লিখিতেছে]

রত্না। কবিতা লিখ্‌তে আজ আর ভালো লাগ্‌ছে না—!

মালবিকা। তবে কি সখী নাচ্‌বো—

চতুরিকা। না সখী গাইবো ?

নিপুণিকা। নাচ্‌তেও হ'বে না—গাইতেও হ'বে না—ঐ দেখ্‌ প্রহরিণী আবার কি সংবাদ নিয়ে এলো—

রত্না। কি সংবাদ প্রহরিণী ?

প্রহরিণী। মহারাজ বলে পাঠালেন—অনেক দেশের অনেক রাজপুত্র রাজকন্যার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে এসেছে—

সখীরা সকলে। কি সর্ব্বনাশ !

চতুরিকা। ত্যাখ্‌ বলে দে—সখীর মাথা ধরেছে—

মালবিকা। না—না—বলে দে—সখী কবিতা লিখ্‌ছে—

বাসন্তিকা। না—না—বলে দে—দূর-ছাই—বল্‌না—সখী ঘুমুচ্ছে—

নিপুণিকা। না—না—না···এই—ইয়ে—বলে দে—সখী আমাদের হারিয়ে গেছে— !

রত্না। কিছু তোকে বল্‌তে হবে না—প্রহরিণী—না—না,— গিয়ে বল্‌—আমি প্রস্তুত!

সকলে। কি সর্ব্বনাশ!

মালবিকা। সখী তুই রাজ-সভায় যাবি?

রত্না। না—

চতুরিকা। তবে?

রত্না। প্রতিযোগীকে আমার এখানে আসতে হ'বে—

সকলে। কি সর্ব্বনাশ!

বাসন্তিকা। আমি তা' হলে কোথায় পালাই?

নিপুণিকা। (সভয়ে) ঐ যত-রাজ্যের রাজপুত্তুর তরোয়াল হাতে নিয়ে মার মার করতে করতে রাজকুমারীর অন্দরে এসে ঢুকবে নাকি?

রত্না। না—তা কেন? যারা আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে চায়—প্রহরিণী তাদের এক এক করে নিয়ে আস্‌বে।

[কমলার প্রবেশ]

কমলা। কিন্তু সই, আমি তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করবো। কেউ যদি রাজপুত্র বলে নিজের পরিচয় না দিতে পারে ত' আমি কিছুতেই তাকে প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে দেবোনা—

রত্না। তুমি ঠিক কথা বলেছ সই—

সকলে। কিন্তু আমরা কোথায় থাক্‌বো ?

রত্না। তোমরা সবাই এখানেই থাক্‌বে—তোমরা হ'বে সব সাক্ষী।

নিপুণিকা। কিন্তু বিচারক হবে কে ?

চতুরিকা। ঠিক কথা—কে জিত্‌লো, কে হারলো—সেটা ত' ঠিক হওয়া চাই—

কমলা। সে তোমাকে ভাবতে হবেনা—সেজন্য রয়েছি আমি।

রত্না। প্রহরিণী—এইবার তুমি সকলের আগে যে রাজপুত্র এসেছে—তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসো—

[প্রহরিণীর প্রস্থান]

বাসন্তিকা। আমার কিন্তু ভয় কচ্চে সই—

রত্না। ভয় ?—দাঁড়িয়ে দেখ্—একে একে আমি সবাইকে পরাজিত করবো !

[অঙ্গদেশের রাজপুত্রের প্রবেশ]

(রাজপুত্র সোজা চলিয়া আসিতেছিল। কমলা তাহার পথ রোধ করিয়া কহিল)

কমলা। আপনি কোন্ দেশের রাজপুত্তুর ?

অঃ রাঃ। তুমিই কি রাজকন্যা ?

কমলা। উহুঁ—

অঃ রাঃ। তবে কে তুমি ?

কমলা। আমি তার সখী—

অঃ রাঃ। আমার পরিচয় আমি রাজকন্যার কাছে দেবো—

কমলা। সেটি হচ্ছেনা রাজপুত্তুর—আদেশ নেই।

অঃ রাঃ। তার মানে ?

কমলা। তার মানে—আমার কাছে পরিচয় দিতে হবে—তারপর হবে রাজকুমারীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা—

অঃ রাঃ। বেশ—দিচ্ছি আমার পরিচয়—আমি অঙ্গদেশের রাজপুত্র—নাম, জিঘাংসা। নৃত্যে আমি বিশ্বজয় করবো—মনস্থ করেছি। আমার দাদুরী নৃত্য যদি তোমরা দেখ্‌তে চাও—তবে সব চোখ মেলে আমার দিকে তাকাও—

[বলিয়াই জিঘাংসা আপন মনে নাচিতে লাগিল]

রত্না। প্রহরিণী—অঙ্গদেশের রাজপুত্র জিঘাংসাকে পথ দেখা—

অঃ রাঃ। পথ দেখাবে ? কেন আমি কি হারিয়ে গেছি নাকি ?

কমলা। ঠিক তা নয়—তবে রাজকন্যা বল্‌ছেন—আপনার বিদ্যা-বুদ্ধি···সব নাকি ধরা পড়ে গেছে—

অঃ রাঃ। এ দেশে বিদ্যা-বুদ্ধিকে ধরে রাখ্‌বার ব্যবস্থা আছে নাকি ? তবে আমি জ্যাঠামশাইকে গিয়ে কি বলবো ?

কমলা। বল্‌বে···বল্‌বে বিদ্যা আর বুদ্ধি দুটোই একসঙ্গে খাঁচায় ধরা পড়েছে···

অঃ রাঃ। হ্যাঁগা, তা' কোন্ খাঁচায় ধরলে একটু দেখাবে না··· ?

রত্না। প্রহরিণী—

অঃ রাঃ। না—না—এই আমি যাচ্ছি—যাচ্ছি—

[পিছনে তাকাইতে তাকাইতে প্রস্থান।
সঙ্গে সঙ্গে সখীর দল হাসিয়া উঠিল]

মালবিকা। ওমা! এই নাকি রাজপুত্তুর?

কমলা। চেহারায়!

[সকলে হাসিয়া উঠিল]

বাসন্তিকা। তা' হ'লে আর কোনো ভয় নেই—এ লড়াই দেখ্‌তে আমাদের ভারী মজা লাগ্‌বে—

নিপুণিকা। ঐ দেখ—প্রহরিণী আবার কাকে সঙ্গে করে নিয়ে আস্‌ছে—

[প্রহরিণীর সহিত কাঞ্চী-রাজপুত্রের প্রবেশ]

কমলা। হ্যাঁ, চেহারা দেখে রাজপুত্তুর-রাজপুত্তুর মনে হচ্ছে বটে!

রত্না। কিন্তু তুমি পরিচয় জিজ্ঞেস্ করতে ভুলোনা কমলা—

[কাঞ্চী-রাজপুত্র হন্ হন্ করিয়া অগ্রসর হইতেছিল,
কমলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল]

কমলা। নিজের পরিচয় দিয়ে তবে প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হবেন রাজপুত্র!

কাঃ রাজপুত্র। তুমি বুঝি রাজকুমারীর সহচরী?

কমলা। আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন রাজপুত্র—আমি তাঁর সখী।

কাঃ রাজপুত্র। পরিচয়?—হ্যাঁ, পরিচয় দেবো বৈ কি! আমি কাঞ্চীর রাজপুত্র—বিশ্বাবসু। খুব ছেলেবেলা থেকেই সঙ্গীত-চর্চ্চা করে আসছি। আমি তাই সঙ্গীতেই রাজকুমারীকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান কচ্ছি—

কমলা। অতি উত্তম প্রস্তাব। আপনি আসন গ্রহণ করুন।

[রাজকুমার আসন গ্রহণ করিলেন]

কমলা। এইবার আরম্ভ করুন আপনার গান।

কাঃ রাজপুত্র। গান সুরু করার আগে আমার একটা কথা আছে। আমি গাইব দীপক রাগ, সেই দীপক রাগিণীতে সকলের চোখের সাম্‌নে জ্বলে উঠ্‌বে আগুন—যদি রাজকুমারীর সাধ্য থাকে—তবে তিনি মেঘমল্লার গেয়ে —বৃষ্টি-ধারায় সেই আগুন নিভিয়ে দেবেন—যদি তা' পারেন ত' ভালোই; নইলে—সেই অগ্নি সমস্ত মোহনপুর রাজ্য ভস্মীভূত করবে—

রত্না। আমি প্রস্তুত রাজপুত্র,—আপনি সুরু করুণ আপনার সঙ্গীত।

কাঞ্চী-রাজপুত্রের গান

দীপক রাগেতে হানো হানো অশনি
ফণীর মাথায় যেন জ্বলিছে মণি

এসো আজ ঝড়ের সাথে
এসো ঝঞ্ঝা নিয়ে
এসো তুমি প্রলয়-সাথে···
এসো ওগো কেশ দুলিয়ে—
অমঙ্গলের দেব—এসো হে শনি
দীপক রাগেতে হানো হানো অশনি !

দীপক দহনেতে জ্বলিবে অনল—
জ্বালাবে সকল দিক্ সে বাড়বানল
নাচি নটরাজের তালে—
এসো আজ ধ্বংসলীলা—
ঢাকো যবনিকার জালে—
আজি ওই নভের নীলা—
অনল-শিখায় লাল কাল রজনী !

[গানের সঙ্গে সঙ্গে সকলের সম্মুখে আগুন জ্বলিয়া উঠিল।
সখীরা ভীত ত্রস্ত কণ্ঠে কহিল]

সকলে ! কি সর্ব্বনাশ ! আগুন ! আগুন ! আগুন !

রত্না। তোরা ভয় পাস্‌নে সই—আমি গান গাইব—বর্ষার গান —তোরা আমার গানের সঙ্গে নাচ দেখি—

রত্নার গান

বাদল-ধারার ঝরঝরানি কানের মাঝে বাজে বাজে—
উদাস পরাণ কোথায় টানে কোন্ অসীমে জানি না যে !

সজল মেঘের তারে তারে—
ঝরছে বারি অঝোর ধারে—
বাদল রাণীর কান্না শুনে বসেনা মন কোনো কাজে !

শ্যামল ধরায় বন্যা এলো বর্ষা-রাণীর কান্না-বাণে—
ঝর্‌ঝরানি—ঝর্‌ঝরানি ঝর্‌ঝরানি শুনছি কানে
ভিজল যে ঐ গাছের শাখা
একলা কপোত ঝাড়ছে পাখা
মন যে আমার সিক্ত হ'ল—ঝর্‌ঝরানি গানের মাঝে !

[গানের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে বর্ষার ধারা
নেমে আগুনকে নিবিয়ে দিলে]

কাঃ রাঃ। আমি—হ্যাঁ, আমি পরাজয় স্বীকার কচ্ছি। কিন্তু সেই পরাজয়ের সঙ্গে মিশে রইল—এক গর্ব্ব, যে এমন গান শোন্‌বার সৌভাগ্য আমার হ'ল। আমি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা কচ্ছি—রাজকুমারীর এই সঙ্গীত-নৈপুণ্য ভারতের বিস্ময়। আর বিদায় নেবার আগে বলে যাচ্ছি—রাজকুমারী রত্না,—তুমি আমার প্রণম্য—

[উদ্দেশে প্রণাম করিয়া প্রস্থান]

মালবিকা। কিন্তু আগুনটা ঠিক নিভেছে ত'? তুই দেখ্ ত' চতুরিকা।

চতুরিকা। দরকার থাকে—তুই একটু এগিয়ে দেখ্‌না—

বাসন্তিকা। না—আমি আর একটু জল এনে ঢেলে দেবো ?

নিপুণিকা। সখীর গানে—সব আগুন একেবারে জল হয়ে গেছে—তোর যদি ভয়ে জল তেষ্টা পেয়ে থাকে ত' বল্—সখীকে আর একবার গাইতে বলি—

রত্না। সখি কমলা, একবার প্রহরিণীকে ডাক ত'—

[কমলা করতালি দিয়া প্রহরিণীকে ডাকিল]

[প্রহরিণীর প্রবেশ]

রত্না। প্রতিযোগিতা-প্রার্থী আর কোন্ রাজপুত্র আছে—ডেকে নিয়ে আয়—

প্রহরিণী। রাজকুমারী, ওরা—

রত্না। হ্যাঁ, ওরা কি ?

প্রহরিণী। কাঞ্চী-রাজপুত্রের পরাজয়ে আর কেউ পরীক্ষায় অগ্রসর হ'তে সাহসী হচ্ছে না—

কমলা। অতি সুসংবাদ প্রহরিণী, আমি তোমায় এই রত্নহার পুরস্কার দিচ্ছি—

[পুরস্কার প্রদান ও প্রহরিণীর প্রস্থান]

আর শোনো সখিগণ,—আজকের রজনীতে হ'বে আমাদের বিজয়োৎসব—গানের সুরে আর নৃত্যের ছন্দে···তোমরা এই মধু-রজনীকে সার্থক করে তোলো—

[বিজয়োৎসব সুরু হইল—সখীদের নৃত্যের তালে—আর কণ্ঠের সঙ্গীতে—রাজকুমারীর মহল মুখরিত হইয়া উঠিল]

সখীদের গান

হরিণ চোখে কাজল দিয়ে করবো উজল—
খোঁপায় দেবো যূথীর মালা মান্‌বো না ছল
আলতা রাঙা যুগল চরণ
সোনার নূপুর তায় আভরণ
নয়ন কোণে আজকে শুধুই খেল্‌বে চপলা!

প্রদীপ ধরে দেখবো মধুর আননখানি—
কদম বনে কইব শুধুই গোপন বাণী
তোমার মুখের মধুর আলো
চন্দনে আজ লাগ্‌বে ভালো
মুখের হাসি নইলে আজি রাত্রি বিফল!

[গান গাহিতে গাহিতে—বাণী ও কমলা ব্যতীত অন্য সকলে—রাজকুমারীকে লইয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। বাণী ও তাহাদের অনুসরণ করিতেছিল, এমন সময়—কমলা ডাকিল]

কমলা। সরস্বতী—

[বাণী থমকিয়া দাঁড়াইল—কহিল]

বাণী। কি লক্ষ্মী—?

কমলা। আজিকার এই জয়—ঐশ্বর্য্যের জয়। মনে কোরোনা এ তোমার কৃতিত্ব;—যতক্ষণ আমি রাজকুমারীর পার্শ্বে আছি—কারো সাধ্যি নেই যে তাকে প্রতিযোগিতায় হারায়—

বাণী। কিন্তু আমি তোমায় বলে রাখ্‌ছি—লক্ষ্মী,—একদিন এই রাজকন্যাকেই জগতের দীনতম ভিক্ষুকের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হবে—আর সেই দিনটির জন্য আমি তোমায় উন্মুখ আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে বল্‌ছি ভগ্নি!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[বনপথ। পরাজিত রাজপুত্রগণ মনের খেদে ফিরিয়া চলিয়াছেন]

কাশী-রাজপুত্র। আমরা পরাজিত হয়েছি সত্য, কিন্তু এমন বিদ্যা-বুদ্ধি যায়—

কাঞ্চী রাঃ পুঃ। শুধু কি বিদ্যা? সঙ্গীতের গল্প—শুন্‌লিনে আমার কাছ থেকে?

অঃ রাঃ পুঃ। আর নৃত্যে যখন স্বয়ং আমি পরাজিত হয়েছি—তখন পৃথিবীতে এমন কেউ নেই—যে ঐ রাজকন্যার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ায়—

কোঃ রাঃ পুঃ। কাজেই এই রাজকন্যার কাছে পরাজিত হওয়ায় আমাদের কোনো অপমান নেই—!

সকলে। না—অপমান আবার কিসের? কোনো অপমান নেই!

[সহসা বাণীর প্রবেশ]

বাণী। অপমান নেই? একথা তোমরা সবাই বল্‌তে পারলে?

কাশী-রাজপুত্র। কে তুমি?

কাঞ্চী-রাজপুত্র। কি চাও—?

বাণী। কিছুই চাইনে—শুধু জিজ্ঞেস্ করতে চাই যে—রাজপুত্র

হয়ে তোমরা যে সবাই এক রাজকন্যার কাছে মাথা হেঁট করে চলে এলে—তাতে কি কোনই অপমান নেই ?

সকলে। কে বল্লে ?—কে বল্লে—আমরা মাথা হেঁট করে চলে এসেছি—?

বাণী। কে বল্লে ! বরং বল কে বল্লে না !

সকলে। তার মানে—তার অর্থ ?

বাণী। তার মানে এই যে, তোমাদের পরাজয়ের কাহিনী এরই মধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—

সকলে। এরই মধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে ?

বাণী। ছড়িয়ে যদি না-ই পড়ে ত' আমি জান্‌লুম কেমন করে ?

সকলে। তা-ও ত' বটে !

বাণী। আর শুধু কি তাই ?

সকলে। আর কি !

বাণী। তোমাদের হারিয়ে দিয়ে রাজকন্যা—আজ রাত্রে বিজয়োৎসব কচ্ছে—

কাশী-রাজপুত্র। অ্যাঁ ! বল কি ?

কোঃ-রাজপুত্র। তা' রাজকন্যা—একটু আমোদ করবে—এতে আর দোষ হয়েছে কি ?—কি বল কাশী-রাজপুত্র—কি বল কাঞ্চী-রাজপুত্র—তুমি কি বল অঙ্গ-রাজপুত্র ?

সকলে। হ্যাঁ—সে ত' ঠিক কথাই—সে ত' ঠিক কথাই—

বাণীর গান

জেগে যে জন ঘুমোয় তারে জাগায় এমন সাধ্য কার—
অবুঝ জনে বোঝাই আমি নাই ক্ষমতা নাই আমার !
মোহের ঘোরে বেঁধে নয়ন
অলীক কথা করবে চয়ন
আলো সে জন দেখবে কিসে—নয়নে যার ঘোর আঁধার !

কাশী-রাজপুত্র। ওরে—ওরে—ও আমাদের গান গেয়ে গাল দিচ্ছে না ত' ?

কাঞ্চী-রাজপুত্র। তাইত ! অনেকটা সেই রকমই ত' মনে হচ্ছে—

বাণীর গান

বলদ গরু তাড়াও যদি সেও ত আসে শিং নেড়ে
(আবার) হেঁট করে কেউ মুণ্ডু বলে, 'মান অপমান দিন ছেড়ে'
অবুঝ লোকে বোঝায় কেবা
অপমানের করবে সেবা—
তাড়িয়ে দিলেও বলবে হেসে সবার ওপর মান আমার !

অঙ্গ-রাজপুত্র। না—এবার আর ভুল নয়—গালই দিচ্ছে বটে !

কোঃ-রাজপুত্র। হ্যাঁ—এ একেবারে নিছক গাল—

কাশী-রাজপুত্র। হুঁ—পরিষ্কার—ঝরঝরে—বুঝতে এতটুকু কষ্ট হচ্ছে না—

কাঞ্চী-রাজপুত্র। অঙ্গ-রাজপুত্রে,—কোশল-রাজপুত্রে,—কাশী-রাজ-

পুত্র, নাঃ এ সত্যিই আমাদের অপমান করেছে—ধর সবাই তরোয়াল বাগিয়ে—

সকলে। হ্যাঁ ধর সবাই—একে শাস্তি দিতে হবে—

বাণী। উঃ—খুব ত' তোমাদের বুদ্ধি—

কাঞ্চী-রাজপুত্র। কেন—বুদ্ধির অভাব কোথায় ঘট্‌ল শুনি ?

বাণী। আমি নিরাশ্রয় এক গাঁয়ের মেয়ে—কি বলেছি না বলেছি—তার নেই ঠিক—চার রাজপুত্র এলে তরোয়াল বাগিয়ে আমায় সাজা দিতে—

সকলে। বাঃ, রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে অপমান করলে সাজা দেবো না ?

বাণী। বটে ! আমার কোনো সহায়-সম্পদ নেই বলে আমায় দেবে সাজা—আর এই কোশল-রাজপুত্র—এই কাশী-রাজপুত্র—এই কাঞ্চী-রাজপুত্র—এই অঙ্গ-রাজপুত্র যখন রাজকন্যার কাছে পরাজিত হয়ে মাথা হেঁট করে চলে এলে —তখন তোমাদের অপমানটা ছিল কোথায় শুনি ?

কোঃ-রাজপুত্র। বটে এতদূর আস্পর্দ্ধা—?

কাশী-রাজপুত্র ! কিন্তু যাই বল ভাই তোমরা,—ও এক বিন্দুও মিথ্যে কথা বলেনি—

কাঞ্চী-রাজপুত্র। আচ্ছা, কি করি বল ত' আমরা ? রাজকন্যার কাছে হেরে গিয়ে অপমান হজম করেই ফিরে আস্‌তে হ'ল—

বাণী। কেন তোমরা অপমান হজম করবে ?

সবাই। তবে—তবে ?

বাণী। এই দারুণ অপমানের চরম প্রতিশোধ নাও—

সবাই। প্রতিশোধ নেবো—আমরা ?

বাণী। হ্যাঁ, প্রতিশোধ নেবে তোমরা। তোমরা ত' কেউ মূর্খ নও—বিদ্যায়-বুদ্ধিতে, জ্ঞানে-গরিমায—কিসে তোমরা রাজকন্যার ছোট শুনি ?

কাঞ্চী-রাজপুত্র। তাই ত' আমরা এতক্ষণ ভাবছিলুম—কিসে আমরা ছোট !

বাণী। না, তোমরা ছোট নও। রাজকুমারী ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বে তোমাদের ছোট করে দেখেছে—তোমরা তার প্রতিশোধ নাও—

কাশী-রাজপুত্র। ঠিক—সত্যি কথা বলেছ তুমি। এর প্রতিশোধ নিতেই হবে !

কাঞ্চী-রাজপুত্র। কিভাবে প্রতিশোধ নেবো আমরা ?

বাণী। কিভাবে প্রতিশোধ নেবে ?—তবে শোনো—না—ঐ যে দেখ—

[বাণী অঙ্গুলি দিয়া দূরে কি দেখাইল, সবাই সেই দিকে চাইল]

কাশী। ও ত' একটা কাঠুরে—

বাণী। কাঠুরে ত' কিন্তু কি কচ্ছে ?

সবাই। গাছ কাট্‌ছে—

বাণী। গাছ ত' কাট্‌ছে কিন্তু মজা দেখেছ ?

কাশী-রাজপুত্র। আরে তাই ত' রে—যে ডালে বসেছে সেই ডালই কাট্‌ছে যে—

সকলে। আরে—আরে—ও যে এক্ষুণি ধুপ্ করে মাটিতে পড়ে যাবে—

বাণী। পড়ে যাক্—তাতে ও মরবে না, কিন্তু তোমরা কি করবে শোনো !

কৌশল। কি আর করবো—চ্যাং-দোলা করে কোনো একটা সেবাশ্রমে পাঠিয়ে দেবো—

বাণী। মূর্খ ! হ্যাঁ, সেই জন্মেই অপমান তোমাদের গায়ে লাগে না—

কাঞ্চী। না, না—অপমানের কথাটা আবার নূতন করে মনে হচ্ছে, আমি কাঞ্চী-রাজকুমার এমন চমৎকার করে গান গাইলুম আর আমায় বলে কি না—

বাণী। যা বলে ফেলেছে তার আর কোনো উপায় নেই··· কিন্তু যা করতে হবে শোনো—

কাঞ্চী। বল—বল—তুমি যা বল্‌বে আমি তাই শুন্‌বো—

বাণী। হ্যাঁ, তবে মন দিয়ে শোনো—ঐ যে দেখ্‌ছো লোকটি ···যে ডালে বসেছে সেই ডালই কাট্‌ছে—ও হচ্ছে জগতের সেরা মূর্খ··· ! রাজকন্যা তোমাদের মতো বিদ্বান্ বিদ্বান্ রাজপুত্রদের হারিয়ে দিয়ে যে অপমান করেছে তার যোগ্য প্রতিশোধ হবে—

সকলে। যোগ্য প্রতিশোধ হবে—

বাণী। যদি এই সেরা মূর্খের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে পারো।

সকলে। ঠিক্—ঠিক্—ঠিক্!

কাঞ্চী। কিন্তু আমরা বল্লেই রাজকুমারী ওকে বিয়ে করবে কেন? আগে ত' পরীক্ষায় রাজকুমারীকে হারাতে হবে—

বাণী। হ্যাঁ, হারাতে হবে—সে আমি জানি। কিন্তু কৌশলে তাকে তোমরা হারাবে—

সকলে। কি রকম—কি রকম?

বাণী। তবে বলি শোনো—ওকে তোমরা ডাকো। ডেকে বলো, ও যদি বোবা সেজে থাকে ত' রাজকন্যার সঙ্গে তার বিয়ে দেবে—আর রাজকন্যাকে বল ও একটা প্রকাণ্ড দিক্‌পাল পণ্ডিত; কিন্তু বোবা। রাজকন্যা যা-ই কেন জিজ্ঞেস করুন না—ও শুধু মাথা নাড়বে—আর তোমরা তার একটা অর্থ বের করে বল্‌বে—ওই জিতেছে—বুঝ্‌লে?

সকলে। ঠিক্—ঠিক্—ঠিক্—

কাঞ্চী। এ একটা বুদ্ধির মতো বুদ্ধি হয়েছে। যেমন আমাদের হারিয়ে দিয়েছে—এইবার রাজকন্যা তার প্রতিফল পাবে···

[নেপথ্যে তাকাইয়া] ওরে···শুন্‌ছিস্—?···

বাণী। তা হ'লে ওকে তোমরা শিখিয়ে-পড়িয়ে নাও—আমি চল্লুম।

[প্রস্থান]

কাশী। ওরে—ওরে—এইদিকে তাকা না—

(নেপথ্যে) কালিদাস। কে ডাক্‌ছে?

কাশী। আরে গাছ থেকে নেমে আয় না—দেখ্‌তে পাবি কে ডাক্‌ছে—

কোশল।. হ্যাঁ-হ্যাঁ—তোরই ভালর জন্যে।

[কালিদাসের প্রবেশ]

কালিদাস। আমায় ডাক্‌ছ?—ওরে বাবা—এরা কে গো!

কাশী। আমরা সব রাজপুত্তুর···

কালিদাস। আজ্ঞে, তা ত' চেহারা দেখেই বুঝতে পাচ্ছি—ঝক্‌ঝকে পোষাক—হাতে তরোয়াল—মাথায় মুকুট—আমি কি আর রাজপুত্তুর চিনিনে—

কোশল—তোর ত' খুব বুদ্ধি দেখ্‌ছি—

কালিদাস। হেঁ—হেঁ—হেঁ—হেঁ—

কাশী। তা এতই যদি তোর বুদ্ধি—তবে যে ডালে বসেছিলি সেই ডালই কাট্‌ছিলি কেন রে হতভাগা?—

কালিদাস। বা রে! আমার যে কাঠের দরকার!

কোশল। আরে বোকা! কাঠের দরকার তা কাট না—কিন্তু

যে ডালে বসেছিলি সেই ডাল কাট্‌লে যে এক্কেবারে মাটিতে পড়ে যেতিস্‌।

কালিদাস। [পেছন দিকে তাকাইয়া] অ্যাঁ! তাই নাকি! তবে ত' আজ বড্ড বেঁচে গেছি—

কাশী। দূর! তুই এক্কেবারে বোকা!

কালিদাস। হেঁ—হেঁ—হেঁ—জানলে কি করে? সবাই আমায় ঐ বলে ডাকে!

কোশল। এই—তোর নাম কি?

কালিদাস। নাম আমার একটা আছে—

কাশী। আরে! এ তো আচ্ছা বোকা…নিজের নামটা জানিস্‌নে।

কালিদাস। জানি—জানি…রোসো…মনে করে দেখি…

[সবাই হাসিতে লাগিল]

কালিদাস। মনে পড়েছে…মনে পড়েছে‥

সকলে। কি রে কি?

কালিদাস। কালিদাস—কালিদাস! পাঠশালায় আমার ঐ নাম ছিল।

কোশল। তুই আবার পাঠশালায়ও পড়েছিলি নাকি?

কালিদাস। হুঁ—পড়িনি আবার! এক বছর পড়েছিলাম।

কাশী। কি শিখেছিলি সেখানে?

কালিদাস। উট্র! ব্রাঘ্র! আরো কত কি!

কোশল। আচ্ছা, ও-সব কথা থাক্‌···রাজার মেয়ে বিয়ে করবি ?

কালিদাস। রাজার মেয়ের স্বয়ম্বরের কথা শুনেই ত' বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলাম—কিন্তু গোবর্দ্ধন ত' আমার কথা ঠাট্টা করেই উড়িয়ে দিলে !

কাশী। গোবর্দ্ধন আবার কে রে ?

কালিদাস। ও! তোমরা গোবর্দ্ধনকে চেন না ? আমার বন্ধু। সবাই বলে সে নাকি খুব চালাক।

কাঞ্চী। আর তুই বুঝি খুব বোকা ? শোন, আমরা রাজকন্যার সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়ে দিতে পারি—

কালিদাস। হেঁ—হেঁ—হেঁ—তা রাজপুত্তুরদের বাদ দিয়ে রাজার মেয়ে কি আমার গলায় মালা দেবে ?

কাশী। দেবে রে—দেবে। তোকে শুধু একটি কাজ করতে হবে।

কালিদাস। কি কাজ ?

কোশল। তোকে বোবা সেজে থাকতে হবে! একটি কথাও কইতে পারবিনে—

কালিদাস। কিন্তু তাতে রাজকন্যা রাগ করে যদি মালা না দেয় ?

কাশী। দেবে রে—দেবে। সে ভার আমাদের।

কালিদাস। তা হ'লে ত' ভারী মজা! গোবর্দ্ধনটা আচ্ছা জব্দ হবে—! ও গো রাজপুত্তুররা—

সকলে। কি রে কি ?

কালিদাস। আমার একটা গান গাইতে ইচ্ছে হচ্ছে। গাইলে তোমরা রাগ করবে না ত' ?

[সকলে হাসিয়া উঠিল]

কাশী। না রে, রাগ করবো না—তুই গা দেখি—

কালিদাসের গান

গান গাবো কি নাচবো আগে—সেইটে শুধু ভাবি—
কোনটা আগে করবো ভেবে—পরাণ যে যায় যাবি !
গাঁথবে মালা রাজার মেয়ে
কোন ফাঁকে তা আনব চেয়ে
গোবর্দ্ধনে বল্‌ব ডেকে—সঙ্গে আমার যাবি ?
গান গাবো কি নাচবো আগে সেইটে শুধু ভাবি—

কোশল। নে—নে—আর ভাবতে হবে না—চল্‌ আমাদের সঙ্গে—

কালিদাস। [ভয়ে ভয়ে] কোথায় ?

সকলে। রাজবাড়ী রে—রাজবাড়ী।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[রাজকন্যার অন্তঃপুর। সখীরা গান গাহিতেছিল।
রাজকন্যা পালঙ্কে শয়ান]

সখীদের গান

কোন্ পথে গো—কোন্ পথে—?
রাজার কুমার আস্‌বে উড়ে পক্ষিরাজের কোন্ রথে ?
কোন্ পথে গো কোন্ পথে !
আসবে সে কি দখিন হাওয়ায়
ফুল ফোটানর গানটি গাওয়ায়
হাল্‌কা মেঘের আল্‌তো ভেলায়—
কোন্ পথে গো কোন্ পথে—
পথের কাঁটা দূর হবে তাই ছড়ায় সখী পুষ্প-ডোর
গুন্‌গুনিয়ে কইবে কথা কবে সখীর মন-ভ্রমর
আস্‌বে সে কি চাঁদের মালায়
আকাশ পানে তাই সখী চায়—
শুকতারা কি সন্ধ্যা-তারায়
কোন্ পথে গো কোন্ পথে !

[প্রহরিণীর প্রবেশ]

প্রহরিণী। এসেছে রাজকুমারী—

চতুরিকা। কে এসেছে রে ?

প্রহরিণী। এই খানিক আগে যারা রাজপুরী থেকে চলে গেল।

নিপুণিকা। সেই রাজপুত্রের দল ?

প্রহরিণী। হ্যাঁ, তারাই—

মালবিকা। কিন্তু তারা ত' রাজকন্যার কাছে পরাজিত হয়েই গেছে—

প্রহরিণী। কিন্তু—তারা এবার আবার কাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে—

বাসন্তিকা। কাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে ?

প্রহরিণী। তারা বলছে—ভারতবর্ষের সবচাইতে বড় পণ্ডিতকে তারা সাথে করে নিয়ে এসেছে—তারই সঙ্গে আমাদের রাজকুমারীর বিচার হবে—

হেমন্তিকা। বিচার হবে—সে ত' বেশ ভাল কথা—! আমাদের রাজকুমারী কি কাউকে ভয় পায় ?

প্রহরিণী। কিন্তু—একটা গোলমাল বেধেছে যে—

চতুরিকা। আবার কি গোলমাল বাধল ?

প্রহরিণী। সেই পণ্ডিত কথা কইতে পারেন না—একেবারে বোবা !

সকলে। বোবা !

নিপুণিকা। তবে কি করে রাজকুমারীর সঙ্গে বিচার হবে ?

প্রহরিণী। তারা বল্‌ছে—সেই পণ্ডিত ইসারায় রাজকুমারীর প্রশ্নের জবাব দেবে—আর পণ্ডিত কি জবাব দিলে সে-কথা সেই রাজপুত্তুররা মুখে সবাইকে শুনিয়ে দেবে।

মালবিকা। এ কি সর্ব্বনেশে কথা—রাজকন্যার হবে-
বোবা বর !

বাসন্তিকা। দূর বোকা ! বর যে হবে—তা তোকে কে বল্লে—
রাজকন্যা ত' তাকে হারিয়েও দিতে পারে—

সকলে। না—না—না—ও বোবা-টোবা চল্‌বে না বাপু
এখানে—

হেমন্তিকা। মহারাজ কি বল্লেন প্রহরিণী ?

প্রহরিণী ! মহারাজ খুব আপত্তি জানিয়েছিলেন—কিন্তু তারা
বল্‌ছে—রাজকন্যার পণ—

রত্না। সত্যি কথা প্রহরিণী, আমি যখন পণ করেছি—বিচার
আমি তার সঙ্গে করবই—তুমি নিয়ে এসো সেই পণ্ডিতকে
—আর তার জবাব যে বুঝিয়ে দিতে পারবে—সেই
রাজপুত্রকেও সঙ্গে এনো। কিন্তু মনে রেখো প্রহরিণী,
একজন রাজপুত্রের বেশী এখানে কেউ আসতে পারবে না।

[কমলার প্রবেশ]

কমলা। সেজন্যে তোমার কোনো ভাবনা নেই রাজকুমারী—
সেজন্যে রইলুম আমি দ্বারে। যাও প্রহরিণী, তুমি ওদের
নিয়ে এসো—

প্রহরিণী ! যথা আজ্ঞে !

[প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।]

নিপুণিকা। কিন্তু বোবা যে! না বাপু, এ সব কাণ্ড আমার মোটেই ভাল লাগছে না—রাজকুমারী, তুমি শুধু একটিবার বল—আমি মহারাজের কাছে গিয়ে—

রত্না। তুই চুপ্ কর নিপুণিকা। রাজার মেয়ে আমি। পণ করেছি—সে পণ রক্ষা আমি করবই। তা ছাড়া, প্রহরিণীর মুখে শুনলাম—ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। কেমন পণ্ডিত আমি বিচার করে একবার দেখবো না?

কমলা। ওই যে—ওরা আসছে—

[কালিদাসকে লইয়া কাঞ্চী-রাজপুত্রের প্রবেশ]

কাঞ্চী। এই যে রাজকুমারী রত্না, নমস্কার। আমাকে গানে পরাজিত করেছিলে—কিন্তু এবার আমার সঙ্গে এসেছে —ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। একে যদি তুমি বিচারে হারিয়ে দিতে পারো ত' বুঝবো—তোমার সমান পণ্ডিত ত্রিসংসারে কেউ নেই।

রত্না। গর্ব্ব করতে চাইনে—কাঞ্চী-রাজপুত্র। তবে রাজকন্যা আমি পণ করেছি—সে পণ রক্ষা আমি করবো—আপনার সঙ্গী—ভারতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের সঙ্গে আমি বিচার করতে প্রস্তুত। তবে বিচারের পূর্ব্বে আমার একটা কথা আছে।

কাঞ্চী। কি বলুন—

রত্না। উনি ইঙ্গিতে আমার প্রশ্নের জবাব দেবেন?

কাঞ্চী। হ্যাঁ, উনি বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত বটেন, তবে উনি বাক্-শক্তিহীন—এ ছাড়া আর উপায় কি বলুন—

রত্না। বেশ! তবে—আমিও প্রশ্ন করবো ইঙ্গিতে—উনি নিজের বুদ্ধি-বলে সেই প্রশ্ন বুঝে নিন্—

কাঞ্চী। এ ত' অতি উত্তম প্রস্তাব। উনি প্রস্তুত। আপনি প্রশ্ন করুন—

রত্না। বেশ!

কাঞ্চী। ও! এই আপনার প্রশ্ন! আচ্ছা, এইবার উনি তার জবাব দেবেন।······জিৎ—জিৎ······জিৎ! রাজকুমারী, আপনি আমার বন্ধুর কাছে পরাজিত হয়েছেন—

সখিগণ। কি রকম? পরাজিত হয়েছেন কি রকম?

কাঞ্চী। ও! আপনারা কেউ বুঝতে পারেননি বুঝি? বেশ আমি···আপনাদের রাজকুমারীর প্রশ্ন আর আমার বন্ধুর উত্তর বুঝিয়ে দিচ্ছি—। রাজকুমারী ভূমিতে অঙ্গুলি রেখে বলতে চাইলেন—পৃথিবী স্থির—কিন্তু আমার বন্ধু মাথার উপর হাত তুলে ঘুরিয়ে তার উত্তর বল্লেন, পৃথিবী স্থির নয়—ঘুরছে—! এবার আপনারাই বলুন, রাজকুমারী আমার বন্ধুর কাছে পরাজিত কিনা—

রত্না। সখিগণ! কাঞ্চী-রাজপুত্র সত্যি কথাই বলেছেন—আমি তাঁর বন্ধু—ভারতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের কাছে পরাজিত।

নিপুণিকা। তাই নাকি··· ? ওরে তোরা শাঁখ বাজা—ফুলের মালা কৈ ফুলের মালা······ওরে তোরা সবাই আয়, হুলুধ্বনি দে—

[হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি। সখীরা ছুটিয়া গিয়া ফুলের মালা লইয়া আসিল। রাজকন্যা কালিদাসের গলায় মাল্য দান করিয়া প্রণাম করিল।]

চল—চল—ওদের নিয়ে মহারাণীর কাছে যাই—

[সকলের প্রস্থান

[সকলের শেষে কমলা চলিয়া যাইতেছিল—এমন সময় পিছন হইতে—বাণী ডাকিলেন]

বাণী। লক্ষ্মী—

কমলা। কে ! সরস্বতী—!

বাণী। হ্যাঁ, আমি সরস্বতী—! তোমার সেদিনকার জয়ের প্রত্যুত্তর আজ পেয়েছ আশা করি।

কমলা। সেদিনকার জয়ের প্রত্যুত্তর ? তুমি কি বলতে চাও সরস্বতী ?

বাণী। সেদিনকার জয় ছিল ঐশ্বর্য্যের জয়। আর আজ ? হয়ত তোমার মনে আছে—আমি তোমায় বলেছিলাম লক্ষ্মী,—"একদিন এই রাজকন্যাকেই জগতের দীনতম ভিক্ষুকের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হবে—" আজ আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে ?

কমলা। ঐ পণ্ডিত—জগতের দীনতম ভিক্ষুক—?

বাণী। হ্যাঁ, শুধু দীনতম ভিক্ষুক নয়—জগতের সেরা মূর্খ। কিন্তু আমার প্রসাদে—ও হ'বে—জগতের শ্রেষ্ঠ কবি। যুগে যুগে পৃথিবীর লোক—ওর বন্দনা গাইবে—ও হবে মহাকবি কালিদাস—

কমলা। বটে! তোমার সমস্ত চেষ্টা আমি ব্যর্থ করবো—এখনো বিবাহের সমস্ত অনুষ্ঠান শেষ হয়নি জেনো—। আমি রাজকুমারীকে গিয়ে সব বলছি—

[দ্রুত প্রস্থান]

বাণী। হা—হা—হা—তুমি পারবে না! তুমি পারবে না—

[প্রস্থান]

[রত্নাকে লইয়া—সখিগণের পুনঃ প্রবেশ—]

মালবিকা। ওরে—এই কক্ষেই হবে—সখীর বাসর-শয্যা—

নিপুণিকা। আয় আমরা গান গাই আর ঘর সাজাই—

সখিগণের গান

কত যুগ ধরে মনের বনের কুসুম কুড়ায়ে গাঁথা
মালাখানি দিয়ে বরিতে তাহারে হাতে-হাত হল বাঁধা!
যারে ছাড়া তোর ছিলনা কামনা—
যাহারে ভাবিয়া কাটাতে রাতি
সে পথিক দ্বারে এসেছে—যে তোর
জীবন-মরণ-পরাণ সাথী!
প্রাণের রাজারে বরিতে দুয়ারে রাখ্‌না আঁচল পাতা!

এক চোখে তোর বিদায়-অশ্রু, মিলনের হাসি আরে—
সেই হাসিটুকু ঝঙ্কারি তোলো জীবনের তারে তারে !
এক তরী 'পরে তোমরা দু'জন
দিবস-রজনী মধুর কূজন
আয় তোরা সবে মিলন-গীতিতে দু'জনার প্রাণ মাতা !

চতুরিকা। চল ভাই—এইবার আমরা বরকে সাজিয়ে নিয়ে আসি—

[রত্না ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

রত্না। আজিকার রজনী—নারী-জীবনের চিরস্মরণীয়—। এ বিধাতার দান। এ তাঁরই ইঙ্গিত। কে জানে কোন্ পথে এবার থেকে চলব—

[ছুটিয়া চতুরিকার প্রবেশ]

চতুরিকা। একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি—তাই আবার ছুটে এলুম। সখি, সত্যি করে বল্ আমায়—তুই সুখী হয়েছিস্ ?

রত্না। সে কথা এখন কেন জিজ্ঞেস কচ্ছিস্ সই—! আর তিনি ত মূর্খ নন্—ভারতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত আমার স্বামী।

চতুরিকা। তা হলে সুখী হয়েছিস্ বল্! যাই—ওরা বরকে সাজাচ্ছে—

[দ্রুত প্রস্থান]

রত্না। হ্যাঁ, এ বিধাতার দান। নির্ম্মাল্যের মতো আমি মাথায় তুলে নিলাম—

রত্নার গান

আমার জীবনে পড়ুক তোমার আলোক-রেখা—
সেই সে আলোকে কোথা মোর পথ যাইবে দেখা।
তোমার আশীষ ধরিয়া এ শিরে···
শুভ কামনায় চলিব গো ধীরে—
পথের সাথীরে দিয়াছ মিলায়ে—নহি ত' একা!

আসে যদি ঝড়—বরষা-অনল ডরিবো নাকো···
হে প্রভু দয়াল মঙ্গল হাত···মাথায় রাখো—
আলোকে-আঁধারে তব নাম নিয়া—
জীবন-তরণী চলিব বাহিয়া
আজি মধু রাতে ডাকুক হরষে কুহু ও কেকা!

[দ্রুতবেগে কমলার প্রবেশ]

কমলা। সখি—সর্ব্বনাশ হয়েছে—

রত্না। [চমকিয়া উঠিয়া] কে! সখি কমলা! কি হয়েছে?

কমলা। আমরা প্রতারিত হয়েছি!

রত্না। প্রতারিত হয়েছি—! তুমি বলছ কি কমলা?

কমলা। শোনো সখি,—রাজপুত্রগণ মিথ্যা কথা বলে আমাদের চোখে ধূলি দিয়েছে। যার গলায় তুমি মালা দিয়েছ—সে পৃথিবীর দীনতম ভিক্ষুক—শ্রেষ্ঠতম মূর্খ!

রত্না। দীনতম ভিক্ষুক—শ্রেষ্ঠতম মূর্খ !

কমলা। হ্যাঁ, সখি, ও বোবা নয় ;—পাছে কথা বল্লে বিদ্যা প্রকাশ হয়ে পড়ে—সেই ভয়ে তাদের এই ছলনা !

রত্না। ও বোবা নয়—? দীনতম ভিক্ষুক—শ্রেষ্ঠতম মূর্খ—!

কমলা। হ্যাঁ সখি। বিবাহের সকল অনুষ্ঠান এখনও শেষ হয়নি। এ বিবাহ তুমি অস্বীকার কর—তারপর চরম দণ্ডে দণ্ডিত কর—ঐ মূর্খ পণ্ডিতকে আর সেই সঙ্গে পরাজিত রাজপুত্রগণকে—

রত্না। আমায় একটু ভাবতে দাও সখি—

কমলা। না—। চিন্তা করবার সময় আর নেই—ঐ ওরা সেই মূর্খটাকে নিয়ে আসছে—। তুমি প্রস্তুত হও রাজকন্যা—

রত্না। শোনো সখি,—আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই—আমি জানতে চাই—তোমার কথা সত্যি কি মিথ্যা, তুমি সখীদের নিয়ে অন্য কক্ষে চলে যাও—আমি—আমি তোমাদের পরে ডাকবো—

[গাহিতে গাহিতে কালিদাসকে লইয়া সখিগণের প্রবেশ]

সখিগণের গান

যারে ছাড়া তোর ছিলনা কামনা—
যাহারে ভাবিয়া কাটাতে রাতি—
সে পথিক দ্বারে এসেছে—যে তোর
জীবন-মরণ—পরাণ-সাথী !

রত্না। থামা গান—গান আর এখন ভালো লাগছে না—

সখিগণ। তা' ত' লাগবেই না সই—এখন গানও ভালো লাগবে না—আমাদেরও ভালো লাগবে না—আমরা পালাই চল—

[নূপুরের রুনু ঝুনু শব্দ করিয়া প্রস্থান]

[হঠাৎ রত্না জিজ্ঞাসা করিল]

রত্না। তোমার নাম কি—তা' ত' আমায় বল্লে না—

কালিদাস। নাম ?…আমার নাম…দাঁড়াও—মনে করি……হ্যাঁ হ্যাঁ, কালিদাস—কালিদাস—

রত্না। তবে যে শুন্‌লাম তুমি বোবা ?

কালিদাস। বোবা! হ্যাঁ…ঐ রাজপুত্তুরেরা আমায় শিখিয়ে দিলে !

রত্না। বটে !

কালিদাস। বেশ! তবে আমি কথা কইবো না—বোবার মতোই থাকবো—

রত্না। [হঠাৎ জান্‌লার দিকে দেখাইয়া] বল ত' ওটা কি যায় ?

কালিদাস। উট্র—উট্র—

রত্না। তবে—তবে কমলার কথা মিথ্যা নয়। দুঃখ ছিল না—দীনতম ভিক্ষুককে—কিন্তু—শ্রেষ্ঠতম মূর্খ…! ভগবান্…

কালিদাস। একি! রাজকন্যা! তুমি রাগ করলে?

রত্না। [ক্রোধে] তুমি আর আমার সম্মুখে এক মুহূর্ত্তও থেকো না—যাও—যাও—

কালিদাস। [ভয়ে ভয়ে] রাজকন্যা—

রত্না। ও মুখ তুমি আমায় আর দেখিও না—আমার সম্মুখে তুমি আর এসো না—যাও—যাও—

[কালিদাসের পলায়ন]

[কালিদাসের যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেদনায় রাজকন্যা যেন শয্যার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল। যেন বজ্রপতনের শব্দ হইল।
সখিগণ ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—
"কি হয়েছে সখি—কি হয়েছে···"
রাজকন্যার নিকট হইতে কোনো প্রত্যুত্তর পাওয়া গেল না।
একটা করুণ রাগিণী যেন বাতাসে মিশিয়া গেল।]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[বনপথ। হল্লা করিতে করিতে রাজপুত্রগণের প্রবেশ]

সবাই। কি হ'ল তাই বল না—

কাঞ্চী। ওরে দাঁড়া—আমার এখনও হাসি পাচ্ছে—হা—হা—হা, হি—হি—হি, হো—হো—হো—

কাশী। বা রে মজা! তুই একাই সব হাসিগুলো শেষ করে ফেলবি আর আমরা হাসবো না?

কাঞ্চী। আরে হাসবিনে কেন? তবে হো—হো—হো—

কোশল। ধরতো ওকে সবাই মিলে—দেখি কেমন না বলে—

কাঞ্চী। উঁ—রে!...বলছি—বলছি—ছেড়ে দে আগে—

কাশী। আচ্ছা বল্—

কাঞ্চী। শোন্। সেই কালিদাস মূর্খটাকে নিয়ে ত' রাজকুমারীর কাছে গেলাম। মুখে বলছি বটে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত—মনে-মনে ত' জানি একেবারে সেরা মূর্খ...তাই বুকটা টিপ্ টিপ্ করতে লাগলো। যদি কোনো ফাঁকে কথা বলে ফেলে তবে...অমনি প্রহরিণী এসে আমার মুণ্ডুটা ক্যাঁচ্ করে কেটে নেবে—

সবাই। তারপর?

কাঞ্চী। তারপর দেখি মূর্খটা চুপ্‌চাপ বসেই আছে। এমন ভয় পেয়ে গেছে যে, কিছুতেই ও আর মুখ খুলছে না!

সকলে। হুঁ! তারপর?

কাঞ্চী। মনে জোর পেয়ে গেলাম। রাজকুমারীকে বল্লাম—বিচার করবে এসো—

সকলে। তা' রাজকুমারী কি বল্লে?

কাঞ্চী। রাজকুমারী বল্লেন, উনি যেমন ইসারায় প্রশ্নের জবাব দেবেন, আমিও ঠিক তেমনি ইসারায়ই প্রশ্ন করবো।

সকলে। তারপর?

কাঞ্চী। আমি সব তাতেই রাজী—

সকলে। তারপর?

কাঞ্চী। তারপর—রাজকুমারী একটা আঙ্গুল মাটিতে চেপে ধরে মূর্খটার দিকে তাকালো—

সকলে। আর সেই মূর্খটা?

কাঞ্চী। মূর্খটা ভাবলে—রাজকুমারী তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবার ভয় দেখাচ্ছে।

সকলে। অ্যাঁ!

কাঞ্চী। হ্যাঁ! ও করলে কি, নিজের ডান হাতটা মাথার ওপর তুলে বন্ বন্ করে ঘোরাতে লাগল। অর্থাৎ—

সকলে। অর্থাৎ—

কাঞ্চী। অর্থাৎ রাজকুমারী যদি তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবার

ভয় দেখায়, তবে সে তাকে ধরে—বন্ বন্ করে ঘোরাবে।

সকলে। হা—হা—হা—হা

কাঞ্চী। আরে হাসি থামা।

সকলে। হা—হা—হা—

কাঞ্চী। আরে হাসি থামা। শোন্। তখন বিপদে পড়লুম আমি—

সকলে। বিপদ্ কিসের ?

কাঞ্চী। বিপদ্ নয় ? ওর একটা মানে বের করতে হবে ত' নইলে বিচার হ'ল কি !

সকলে। ঠিক ! ঠিক !

কাঞ্চী। [উদ্দেশ্যে নমস্কার করিয়া] মা সরস্বতী এসে তখন কণ্ঠে ভর করেছেন। ব্যাখ্যা করে ফেললাম যে, রাজকুমারী বলছেন পৃথিবী স্থির,—কিন্তু ভারতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত জানাচ্ছেন যে, পৃথিবী স্থির নয়—তা ঘুরছে।

সকলে। তারপর ?

কাঞ্চী। বিধাতার বিধান ভাই। রাজকুমারী স্বীকার করলেন যে, তিনি সেই প্রশ্নই করেছিলেন।

সকলে। অ্যাঁ !

কাঞ্চী। হ্যাঁ—আর সঙ্গে সঙ্গে মাল্যদান করলেন—সেই মূর্খ টার গলায়—

সকলে। বলিস্ কি !

কাঞ্চী। আর বলব কি ! নিজের চোখে দেখে এলুম যে !

কাশী। শেষকালে ঐ মূর্খ টা হল রাজকন্যার বর ?

কোশল। ঠিক হয়েছে—অত বিদ্যের গরব যার—তার ভাগ্যে ঐ রকমই জুটে থাকে।

কাঞ্চী। ভেবেছিলাম—বিয়ের নেমন্তন্নটা খেয়ে আসি—

কাশী। তা' খেলিনে কেন ?

কাঞ্চী। সাহস হ'ল না ! যদি মূর্খ টা হঠাৎ কথা বলে বসে ! তা হ'লে ত' এসে আমাকেই ধরবে। মাল্যদান দেখেই আমি একেবারে দে ছুট...

[হঠাৎ নেপথ্যে তাকাইয়া]

সকলে। আরে—আরে—আরে—

কাশী। সে মূর্খটা না ?

কোশল। কালিদাস—

কাঞ্চী। কালিদাস ? কি সর্ব্বনাশ ! কালিদাস ফিরে আসছে যে !

কাশী। নিশ্চয়ই ধরা পড়েছে।

কাঞ্চী। তা হ'লে এ দেশ থেকে পালাই বাবা—

[পলায়নোদ্যত]

সকলে। আরে—আরে, দাঁড়াও—দাঁড়াও—ব্যাপারটা কি আগে শুনি—

[কালিদাসের প্রবেশ]

কাঞ্চী। এই কালিদাস—ফিরে এলি যে ?

কালিদাস। রাজকন্যা আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে।

কাঞ্চী। তাড়িয়ে দিয়েছে ? তুই কথা বলে ফেলেছিলি বুঝি ?

কালিদাস। হুঁ। রাজকন্যা আমার নাম জিজ্ঞেস করলে—আমি বলে ফেল্লুম—

সকলে। হ্যাঁ রে—রাজকন্যা তোর মাথা কেটে ফেলতে চায় নি ?

কালিদাস। না। আমায় তাড়িয়ে দিলে কেন, জানো ?

সকলে। কেন রে ?

কালিদাস। আমি বোকা—মূর্খ বলে! আমায় তোমরা লেখাপড়া শেখাবে ?

সকলে। হা—হা—হা—

কাঞ্চী। দূর বেটা মূর্খ! তোকে আবার লেখাপড়া শেখাবো কি রে ?—হ্যাঁ রে—রাজকন্যা আমাদের ধরতে সব সৈন্য-সামন্ত পাঠাচ্ছে নাকি ?

কালিদাস। তা' ত' জানি না। হ্যাঁ গো, রাজপুত্তুর, আমায় লেখাপড়া শেখাও না—

কাঞ্চী। দূর মূর্খ কোথাকার—দূর হয়ে যা আমাদের সামনে থেকে।

কালিদাস। রাজকন্যাও বল্ল মূর্খ—দূর হয়ে যা—তোমরাও বলছ, মূর্খ—দূর হয়ে যা! এখন আমি কোথায় যাই—কে আমায় লেখাপড়া শেখাবে? কোথায় যাবো?

সকলে। হা—হা—হা—

দ্বিতীয় দৃশ্য

[রাজকুমারীর কক্ষ। কিন্তু গৃহের সে সৌন্দর্য্য আব নাই। রাজকুমাবীর সখিগণ খুব মৃদুস্বরে কথা কহিতেছে]

মালবিকা। তারপর থেকে সইয়ের মুখের দিকে যেন আর তাকানো যায় না।

চতুরিকা। সমস্ত দিন আপন মনে কি যে ভাবে!

হেমন্তিকা। ডাক্‌লে যেন শুন্‌তেই পায় না! ওর মন যে কোথায় পড়ে থাকে কে জানে!

বাসন্তিকা। সব সময় যেন আমাদের এড়িয়ে চল্‌তে চায়—

মালবিকা। মহারাণী বল্লেন, নাচে-গানে ওকে সব সময় ভুলিয়ে রাখ্‌তে! তা' আমাদের গান আর ওর ভালো লাগে না।

চতুরিকা। রোজ রাত্তিরে ঘুমের ভেতর কেঁদে ওঠে—! ডেকে জিজ্ঞেস করলে বলে, কিছু না!

মালবিকা। ওই যে সখী এই দিকেই আস্‌ছে, ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করি চল—

চতুরিকা। না—না, ও তা হ'লে মনে বড় কষ্ট পাবে। চল সবাই মহারাণীর কাছে গিয়ে সব কথা তাঁকে খুলে বলি—

সকলে। তাই না হয় চল—

[সখিগণের প্রবেশ]

[রত্নার প্রবেশ]

রত্না। কেন আমি তাকে ভুলতে পাচ্ছিনে! সে পৃথিবীর দীনতম ভিক্ষুক—শ্রেষ্ঠতম মূর্খ—তবু আমি তাকে ভুলতে পাচ্ছিনে কেন ?

[বাণীর প্রবেশ]

বাণী। কারণ সে তোমার স্বামী !

রত্না। [চমকিয়া উঠিল] কে ও ! বাণী ! হ্যাঁ—সে আমার স্বামী। নিজহাতে আমি তার গলায় বরমাল্য দান করেছি। কি করে আমি তা' অস্বীকার করবো ?

বাণী। কে তোমায় অস্বীকার করতে বলছে সখী—? সে জগতের দীনতম ভিক্ষুক হোক্—শ্রেষ্ঠতম মুর্খ হোক্—সে তোমার স্বামী।

রত্না। সখি, আমার মনও তাই বলছে—কিন্তু রাজকুমারীর বৃথা গর্ব্ব আমি কিছুতেই ছাড়তে পাচ্ছিনে।

বাণী। স্বামীই নারীর শ্রেষ্ঠ গর্ব্ব। কে জানে একদিন হয়ত এই স্বামী-গর্ব্বে তুমি হ'বে—বিশ্বের শ্রেষ্ঠা গরবিণী !

রত্না। হয়ত তোমার কথাই সত্যি। বাণী, আজ কেন জানি না তোমার কণ্ঠের একটি গান শুনতে আমার ভারী ইচ্ছে হচ্ছে—

বাণী। তুমি শুনতে চাইলে আমি কেন গাইব না সখি? তোমাকে গান শুনিয়েই ত' আমার তৃপ্তি—

বাণীর গান

জ্ঞানের আলোর ঝরণা-ধারায় সকল আঁধার যাবে দূরে—
কবে—তোমার বাঁশীর সে সুর বাজবে আমার হৃদয়পুরে।
কবে তোমার উজল সে রূপ…
হৃদয় মাঝে জাগবে অরূপ—
ছদ্মবেশের অন্তরালে কাঁদাও নিঠুর করুণ-সুরে।

তোমার বাঁশী শুনলে কবে এ দেহ-মন উঠ্‌বে নেচে…
ধন্য হ'ব—কবে তোমার প্রসাদ-কণা যেচে যেচে !
কবে তোমার চরণ-তলে…
মেলব প্রাণের কমল-দলে…
হৃদয় আমার উঠবে মেতে তোমার সকল সুরে-সুরে।

রত্না। আঃ প্রাণটা জুড়িয়ে গেল—! বাণী, তুই বুঝি আর-জন্মে আমার আপন বোন ছিলি !

[বাসন্তিকার প্রবেশ]

বাসন্তিকা। সখি, তোমার এখন বেশ পরিবর্ত্তনের সময় হয়েছে—

রত্না। তোরা কি আমায় একটু শান্তিতে থাকতে দিবিনে বাসন্তিকা ?

বাসন্তিকা। না, মহারাণীর আদেশ কিনা তাই—! আচ্ছা, আমি যাচ্ছি—

[বাসন্তিকার প্রস্থান]

রত্না। সখি বাণী, কি হবে মিথ্যা প্রসাধনে,—মন যদি তাতে না ভোলে ?

[মালবিকার প্রবেশ]

মালবিকা। সখি, অগুরু গন্ধে বেণীবন্ধন করবে এসো—

রত্না। মালবিকা, তোরা আমায় দয়া কর—

মালবিকা। সে কি কথা সখি,—এ যে মহারাণীর আদেশ !

রত্না। না, মাকে গিয়ে বল আমি বেশ আছি—

[মালবিকার প্রস্থান]

[চতুরিকার প্রবেশ]

চতুরিকা। সখি, আমাদের গান শুনবে এসো—

রত্না। আচ্ছা চতুরিকা, তোরা কি আমায় মেরে ফেলতে চাস ?

চতুরিকা। ওকি অলক্ষুণে কথা। মহারাণী বল্লেন, গানে-গানে তোমায় ভুলিয়ে রাখতে—তাইত আমি এলাম—

রত্না। না, গান শুন্‌লে আমার কান্না পায়। গান এখন থাক।

চতুরিকা। বটে! আমাদের গান শুন্‌লে তোমার কান্না পায়! আর এতক্ষণ ধরে যে বাণীর গলা জড়িয়ে ওর গান শুন্‌ছিলে? দিচ্ছি গিয়ে আমি মহারাণীকে সব বলে—

[প্রস্থান]

রত্না। ওরা আমায় বুঝতে পারে না বাণী। তুই আমার কাছে-কাছে থাকিস—তোকে আমার বড্ড ভালো লাগে!

[হেমন্তিকার প্রবেশ]

হেমন্তিকা। সখি, তোমার নিজের হাতে পোষা শুক-সারি আজ তিন দিন অনাহারে আছে—ওদের তুমি খাওয়াবে এসো—

রত্না। বন্ধন থেকে ওদের মুক্তি দে হেমন্তিকা! নিজের মনে আমার যে বন্ধন—তাতে আমি আর কাউকে জড়াতে চাইনে! খুলে দে খাঁচার দ্বার—উড়ে যাক—ওরা ঐ সুনীল আকাশের বুকে—আমার মন যেখানে যেতে চাইছে—কিন্তু···পাচ্ছি না—

[মহারাণীর প্রবেশ]

মহারাণী। রত্না—

রত্না। [উঠিয়া] কি মা!

মহারাণী। এ তোর কি পাগলামি বলত! সে একটা ছেলে-

বেলার খেলা—যেমনি নাকি মেয়েরা পুতুল খেলে! তাই মনে করে তুই মন খারাপ করে থাকবি? মহারাজ বলেছেন তিনি তোর স্বয়ম্বর ঘোষণা করবেন—

রত্না। মা! তুমি বলছ এই কথা। আমি নিজ-হাতে তাঁর গলায় ভগবান সাক্ষী রেখে বরমাল্য পরিয়ে দিয়েছি—সে কি খেলা! আমার সীমান্তে তাঁর হাতের এই অক্ষয় সিঁদুর—একি খেলা! মা! হিন্দু নারীর—সতী নারীর বিবাহ একবারই হয় মা! সে বিবাহ আমার হয়ে গেছে! সে পৃথিবীর দীনতম ভিক্ষুক হোক··· শ্রেষ্ঠতম মূর্খ হোক—সে আমার স্বামী!—সে আমার পার্শ্বে থাকুক কি পৃথিবীর অপর প্রান্তে থাকুক—তবু সে আমার স্বামী! এতদিন একথা আমি ভালো করে বুঝ্‌তে পারিনি—আজ বাণীর কথায় আমার মনের সকল দ্বিধা দূর হয়েছে!

মহারাণী। তবে তুই কি করবি মা!

রত্না। আমি দেশে দেশে লোক পাঠাবো—তারা তাঁকে খুঁজবে। গান গেয়ে গেয়ে—তাঁর সন্ধান নেবে—আমার মন বলছে মা—একদিন-না-একদিন সে ফিরে আসবেই—!

মহারাণী। না বাপু, আমার এসব কথা একটুও ভাল লাগছে না—যেদিন থেকে ঐ বাণী এসে জুটেছে—সেই থেকেই

আমার মেয়ে যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। এ সব ত' ভালো কথা নয়—যাই আমি মহারাজকে সব কথা বলি গে—আয় হেমন্তিকা—

[মহারাণী ও হেমন্তিকার প্রস্থান]

রত্না। বাণী—

বাণী। তোমায় লোক পাঠাতে হবে না সই—আমিই তাকে খুঁজতে যাবো—

রত্না। [উল্লাসে] বাণী—বাণী! তুই যাবি! তবে আমি নিশ্চিন্ত—! গান গেয়ে গেয়ে তুই তাঁর সন্ধান নিবি—আমি জানি তাঁর দেখা তুই পাবিই—

বাণী। কিন্তু কি গান গাইব সখী?

রত্না। গান? সে রয়েছে…সে রয়েছে আমার মনের কোণে সঙ্গোপনে…কারো কাছে বলিনি। আজ তোকে আমি সেই গান শিখিয়ে দেবো…! তাই গেয়ে তুই পথ চল্‌বি—! শুন্‌বি আমার সেই অন্তরের গান?—তবে শোন সই—

রত্নার গান

যতদূরে রও—নদীর ওপারে…অচেনা সাগর-তীরে…
তোমারি লাগিয়া আমারি পরাণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরে!

তুমি যদি রও অসীম আকাশে···
মেঘ হয়ে মন আছে তব পাশে—
সাগরে রহিলে ঊর্ম্মি-মালায়—
আমার পরাণ ভাসে !
যতদূরে রই, বাঁচিয়া রহিব আমারি আঁখির নীরে !

সূর্য্যের মাঝে থাকো যদি প্রিয় হব গো সূর্য্যমুখী···
শত যোজনের বিরহের মাঝে···রব তবু মুখোমুখী ।
ফটিক জলের মত আমি প্রিয়—
মেঘ হয়ে বারি তুমি মোরে দিও—
আমার আঁখির সলিলে তোমার মন গলিবে না কি রে !

বাণী। বেশ ! এই গান গেয়েই আমি পথ চল্‌বো—তবে বিদায় সখী—

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

[নদীতীর······পাগলের মত কালিদাসের প্রবেশ]

কালিদাস। সবাই বলে মূর্খ···! কেউ আমায় লেখাপড়া শেখাতে চায় না ! রাজকন্যার কাছে মুখ দেখাতে পারবো না—কারো সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াতে পারবো না !— তবে আমার বেঁচে থেকে লাভ ? সকলেই আমায় ঘৃণা করবে—দূর-দূর করে তাড়িয়ে দেবে ! নাঃ, এ প্রাণ

আমি আর রাখবো না! ঐ তো সাম্‌নে নদী। ঐ নদীর জলেই আজ আমি ডুবে মরবো—

আঃ—কি ঠাণ্ডা জল!

[সহসা সেই নদীর জলে দেবী সরস্বতী আবির্ভূতা হইলেন]

সরস্বতী। বৎস কালিদাস!

কালিদাস। কে—কে তুমি মা!

সরস্বতী। বৎস! আমি তোমার নিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হয়েছি··· আমি তোমায় বিদ্যা দান করবো—

কালিদাস। এত তোমার দয়া! কেউ আমায় লেখাপড়া শেখাতে চায়নি—তুমি শেখাবে? কিন্তু তুমি কে মা?

সরস্বতী। আমি সরস্বতী।

কালিদাস। তুমি—তুমিই দেবী সরস্বতী। কিন্তু আমি মূর্খ, কি করে তোমার স্তব গান করবো?

সরস্বতী। এই আমি তোমার মস্তকে আমার দক্ষিণ হাত রাখলাম—আজ থেকে তুমি বাণীর বরপুত্র—মহাকবি কালিদাস। যুগ-যুগ ধরে লোকে তোমার রচিত অমর কাব্য-কথা পড়ে ধন্য হবে—

কালিদাস। একি! একি! আমার মুখ দিয়ে আপনা থেকেই মায়ের স্তব বেরিয়ে আস্‌ছে—! আর আমি মূর্খ নই—আর আমি মূর্খ নই—আমি মা বীণাপাণির স্তব গান করবো—

[সরস্বতীর-বন্দনা]

জয় জয় দেবী······ইত্যাদি

কালিদাস। একি! কৈ মা? কোথায় মা? সন্তানকে দেখা দিয়ে পালিয়ে গেলি মা!

[রাজকুমারী রত্না ও সখিগণকে লইয়া বাণীর প্রবেশ]

বাণী। এসো সখি—এইখানে তোমার হারানো স্বামীকে খুঁজে পেয়েছি—

কালিদাস। একি রাজকন্যা?

রত্না। আর রাজকন্যা নই—তোমার দাসী—তোমার চরণে আমায় স্থান দাও—

কালিদাস। এসো রত্না, দেবী বীণাপাণির আশীর্ব্বাদ মস্তকে নিয়ে আমরা সাহিত্য-রচনায় ব্রতী হই। দেবী আশীর্ব্বাদ করে বলেছেন—আমরা জয়যুক্ত হ'ব।

—যবনিকা-